দৈনিক ইত্তেফাক

৩৬

তারিখ 30 APR 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

প্রেসনোট প্রত্যাখ্যান

শিক্ষক ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সংকল্প

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি সরকার ঘোষিত কতিপয় সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত প্রেসনোট প্রত্যাখ্যান করিয়া ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা সম্পর্কিত ঘোষণার আলোকে শিক্ষক-কর্মচারিগণ ধর্মঘট প্রত্যাহার ও এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন বলিয়া অভিভাবক মহলে যে প্রত্যাশা সৃষ্টি হইয়াছিল উহা শেষ পর্যন্ত অসার প্রতিপন্ন হইয়াছে। এদিকে সরকার শিক্ষক প্রতিনিধি দলের সহিত নূতন কোন আলোচনা না করার কথা জানাইয়াছেন। গতকাল সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত একটানা লিয়াজোঁ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খানের সহিত শিক্ষক নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের মূল দাবী পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বেতন স্কেল প্রদানের সরকারী আশ্বাস চান। প্রতিমন্ত্রীর সহিত আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় ধর্মঘট কর্মসূচী অব্যাহত রাখা ও পরীক্ষা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষক ধর্মঘট

(১ম পৃঃ পর)

পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বেতন স্কেল প্রদান, ট্রাষ্টি বোর্ড পুনর্গঠনসহ ১৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বানে দেশের বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী বৃন্দ ১৮ই এপ্রিল হইতে অব্যাহতভাবে ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন। গত বুধবার সরকার লিয়াজোঁ কমিটির নেতৃবৃন্দের সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে ১লা জুলাই '৯৪ হইতে একটি টাইম স্কেল প্রদান, চিকিৎসা ভাতা ১০০ টাকার স্থলে ১৫০ টাকা বেতন ভাতার ক্ষেত্রে 'সরকারী অনুদান' কথার স্থলে সরকারী অংশ' এবং কল্যাণ ট্রাষ্ট পুনর্গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। গতকাল লিয়াজোঁ কমিটির জরুরী সভায় সরকারী সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করিয়া বলা হয়, পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বেতন স্কেল প্রদানের মূল দাবীকে সরকার উপেক্ষা করিয়াছে। এমতাবস্থায় আন্দোলনের কর্মসূচী স্থগিত করা সম্ভব নয়। লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, গতকাল সারাদিন সভা করিয়া আমরা ৩০ জন শিক্ষক নেতা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নিকট গিয়াছিলাম। তাহাকে বলিয়াছি, পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বেতন স্কেল প্রদানের দাবীটি পুনরায় ভাবিয়া দেখুন। চলতি বছরেই এই দাবী পূরণ করিতে হইবে আমরা এমন দাবী করিতেছি না। আমরা আশ্বাস চাই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইহা মানা হইবে। মন্ত্রী অপারগতা প্রকাশ করায় আমরা আন্দোলনের কর্মসূচী অব্যাহত রাখিতে বাধ্য হইয়াছি।

লিয়াজোঁ কমিটির সভা

গতকাল লিয়াজোঁ কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লিয়াজোঁ কমিটির জরুরী সভায় বলা হয়, সরকারী প্রেসনোটে বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী সমূহের আংশিক প্রতিফলন ঘটিলেও প্রধান দাবী সমূহ যেমন পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বেতন স্কেল চালু, চাকুরী নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের দাবী উপেক্ষা করা হইয়াছে। টাইম স্কেল ও প্রমোশনের ক্ষেত্রে লিয়াজোঁ কমিটির দাবী অনুযায়ী ৮, ১২, ১৫ বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের ক্ষেত্রে উহা কার্যকরকরণ এবং কল্যাণ ট্রাষ্ট বোর্ড পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে লিয়াজোঁ কমিটির অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করা হয় নাই। সভায় শিক্ষকদের বাদ দিয়া ১৯৮৬ ও ১৯৯২ সালের ন্যায় বিকল্পভাবে পরীক্ষা গ্রহণ না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

বাংলাদেশ আদর্শ পরিষদ গতকাল এক বিবৃতিতে বলিয়াছে, সরকারী প্রেসনোটে শিক্ষকদের মূল দাবীকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। ফলে সংকট আরও বৃদ্ধি পাইবে।

পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি গতকাল এক বিবৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘটের সমাধান না করিয়া সরকারী কলেজ শিক্ষক পলিটেকনিক শিক্ষক ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে এস,এস,সি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইলে বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। ২০টি পলিটেকনিক শিক্ষকদের পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হইলে একমাস পলিটেকনিক সমূহ বন্ধ থাকিবে। ফলে ডিপ্লোমা ও ফাইনাল পরীক্ষা পিছাইয়া যাইবে।